



বিসালা নং: ৮৬

(BANGLA)
KHANA KA ISLAMI TAREKA

খাবারের ইসলামী পদ্ধতি

উপার্জনে বরকত লাভের ব্যবস্থাপত্র
ভাল ভাল মাংসের টুকরোগুলো ইছার করুন
পতিত দানা উঠিয়ে নেয়ার ফযীলত
পানি চুষে পান করতে শিখুন
বরকত উঠিয়ে দেয় এমন কাজ সমূহ
জিজ্ঞাসা না করে খাওয়া কেমন?



শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলহিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ
لَعَالَيْهِ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

(৫২) পান করার পর বাসন বা থালার মধ্যে রয়ে যাওয়া সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট পানিও আঙ্গুল দিয়ে জমা করে পান করে নেয়া উচিত। এমন যেন না হয় যে, মসলার কোন ক্ষুদ্রাংশ কোথাও আটকে থাকে, আর এতে বরকতও চলে যায়! কারণ হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে যে: “তোমরা জাননা যে, খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে।”

(সহীহ মুসলিম, ১১২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৩৪, দারু ইবনে হাযম, বৈরুত)

(৫৩) তরকারীর ঝোল মিশ্রিত ছোট পেয়ালা, চামচ, চা, লাচ্ছি, ফলের রস (JUICES) শরবত ও অন্যান্য পানীয় মিশ্রিত পেয়ালা গ্লাস ও জগ ইত্যাদি ধূয়ে এভাবে পান করে নিন যে, খাদ্যের কোন অংশ বা চিহ্ন যেন অবশিষ্ট না থাকে এবং এভাবে প্রচুর বরকত কুড়িয়ে নিন।

(৫৪) গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিষ্কার পানিকে ব্যবহার উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও অহেতুক ফেলে দিয়ে নষ্ট করাটা অপচয়, আর অপচয় করা হচ্ছে হারাম। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫৬৭ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক ষ্টল, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর) পান করার পর গ্লাস বা পেয়ালাকে রেখে দিন। কিছুক্ষণ পর দেখবেন পানীয় এর কিছু ফোটা বাসনের চারিদিক থেকে নেমে তলায় জমা হয়ে থাকবে এগুলোকে পান করুন, নতুবা নষ্ট হতে পারে।

(৫৫) খাওয়ার শেষে **الْحَمْدُ لِلَّهِ** বলুন। শুরু ও শেষে কুরআন ও হাদীসের দো‘আ সমূহ স্মরণ থাকলে পাঠ করুন।

(৫৬) সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধূয়ে নিন। যাতে গন্ধ ও তৈলাক্ততা দূর হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**! স্মরণে এসে যাবে।” (সো’আদাতুদ দা’রাইন)

খাওয়ার পর মাসেহ করা সুন্নাত

- (৫৭) হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে: (খাবার শেষ করার পর) মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** হাত ধৌত করলেন ও হাতের আদ্রতা দিয়ে মুখ ও হাতের কজি ও পবিত্র মাথা মাসেহ করে নিলেন এবং নিজের প্রিয় সাহাবী **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** কে ইরশাদ করলেন: “ইকরাশ! যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করেছে। (যা আগুন দ্বারা রান্না করা হয়েছে) সেটা খাওয়ার পর এটা হচ্ছে অযু।” (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৫৫)
- (৫৮) খাবারের পর দাঁত খিলাল করুন।

অতীতের গুনাহ মাফ

- (৫৯) হুযুর পুরনুর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি খাবার খেলো আর এ বাক্যগুলো বলল, তবে তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। দো‘আর বাক্যগুলো নিম্নরূপ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য যিনি আমাকে খাবার খাইয়েছেন এবং আমাকে কোন প্রকারের যোগ্যতা ও শক্তি ছাড়া এই রিযিক দান করেছেন। (সুনানে তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা, দরুল ফিকির, বৈরুত)

- (৬০) খাওয়ার পর এ দো‘আটিও পড়ুন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَّنَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

অনুবাদ: আল্লাহ্ তা‘আলার কৃতজ্ঞতা, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

(সানানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮৫০, দারু ইহুইয়াত তুরাখিল আরবী, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

(৬১) যদি কেউ মেহমানদারী করেন, তবে এই দো‘আটিও পাঠ করুন:

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَسُقِّ مَنْ سَقَانِي

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! তাকে খাওয়াও যে আমাকে খাইয়েছেন ও তাকে পান করাও যে আমাকে পান করিয়েছেন।

(আল হিসনুল হাসিন, ৭১ পৃষ্ঠা, আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত)

(৬২) খাওয়ার পর এ দো‘আটি পড়ুন:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এ খাবারে বরকত দান করো এবং এটা থেকে উত্তম খাবার আমাদেরকে খাওয়াও।

(সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৩০)

(৬৩) দুধ পান করার পর এ দো‘আ পড়ুন:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এতে বরকত দান করো ও আমাদেরকে এর থেকে অধিক দান করো। (প্রাণ্ড)

(৬৪) রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হালুয়া, মধু, সিরকা, খেজুর, তরমুজ, শশা (ক্ষীরা) কদু শরীফ খুবই পছন্দনীয় ছিল।

(৬৫) আল্লাহ্ তা‘আলার মাহবুব, হুযুর ﷺ এর ছাগলের মাংসের মধ্যে বাহু, ঘাড়, কোমরের মাংস পছন্দনীয় ছিল।

(৬৬) হুযুর ﷺ কখনো কখনো খেজুর ও তরমুজ কিংবা খেজুর ও শশা অথবা খেজুর ও রুটি একত্র করে খেতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাত)

- (৬৭) খুরচান হুযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট পছন্দনীয় ছিল।
- (৬৮) সারীদ অর্থাৎ তরকারীর ঝোলের মধ্যে ভিজানো রুটির টুকরা হুযর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট খুবই পছন্দনীয় ছিল।
- (৬৯) এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া শয়তানের, দুই আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অহংকারীর রীতি-নীতি। তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া সুন্নাতে আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ।

কতটুকু খাবেন

- (৭০) ক্ষুধাকে তিন ভাগ করা উত্তম। এক ভাগ খাবার এক ভাগ পানি ও এক ভাগ বাতাস। যেমন তিনটি রুটি খাওয়াতে পরিতৃপ্ত হয়ে গেলে তবে একটি রুটি খাবেন, একটি রুটির পরিমাণ পানিও অবশিষ্টটুকু বাতাসের জন্য খালি রেখে দিন। যদি পেট ভরেও খেয়ে নেন মুবাহ হবে কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু কম খাওয়ার দ্বীনি ও দুনিয়াবী অনেক বরকত রয়েছে। মারহাবা! পরীক্ষা করে দেখুন, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ পেট এমন সুস্থ হয়ে যাবে যে, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে “পেটের কুফলে মদীনা” নছীব করুন। অর্থাৎ হারাম থেকে বাঁচা ও হালাল খাবারও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়া থেকে বেঁচে থাকা। اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

কাইলুলা সুন্নাত

- (৭১) দুপুরের খাবারের পর কাইলুলা সুন্নাত। দুপুরের সময় শোয়াকে কাইলুলা বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারানী)

আর বিশেষ করে এটা রাতে ইবাদতকারীদের জন্য সুন্নাত যে, এতে রাতে ইবাদত করা সহজ হয়। সন্ধ্যায় খাওয়ার পর ১৫০ কদম হাঁটুন। সন্ধ্যায় খাবারের পর সাধারণত হাঁটা চলা করা উত্তম, আর ডাক্তারদের অভিমত হচ্ছে সন্ধ্যায় খাওয়ার পর ১৫০ কদম হাঁটা উচিত।

- (৭২) যেকোন জিনিস খাওয়া বা পান করার পর **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** অবশ্যই বলুন।
- (৭৩) দস্তুরখানা উঠানোর পূর্বে উঠে যাবেন না।
- (৭৪) খাওয়ার পর ভালভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে মুছে নিন।
- (৭৫) কাগজ দিয়ে হাত মোছা নিষেধ।
- (৭৬) তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে পারেন, পরিহিত কাপড় দিয়ে হাত মুছবেন না। আমার আক্কা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** অভিজ্ঞ লোকদের বাণী নকল করে বলেন: দামান (বা আস্তিন) দ্বারা হাত মুখ মোছা স্মরণশক্তি দুর্বল করে দেয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ১ম অংশ, ৩৩১ পৃষ্ঠা, রযা ফাউন্ডেশন) পরিধানের কাপড় বা ইমামা দ্বারা চর্বিযুক্ত বা দুর্গন্ধময় হাত মোছা জায়েয নয়, এভাবে ঐ পোষাক ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাবে এবং সম্পদকে নষ্ট করা জায়েয নয়।
- (প্রাণ্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

বরকত উঠিয়ে দেয় এমন কাজ সমূহ

- (৭৭) মুফতী মুহাম্মদ খলীল খান বারকাতী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: যে বাসনে খাবার খেয়েছে, তাতে হাত ধোয়া অথবা হাত ধুয়ে জামা বা লুঙ্গির আঁচলে মুছে নেয়া (খাবার থেকে) বরতকে উঠিয়ে দেয়। (সুন্নী বেহেশতী জেওর, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

- (৭৮) খাবার খাওয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড ব্যায়াম করা বা অতিরিক্ত ভারী বস্তু উত্তোলন করা, টেনে নেয়া ইত্যাদি কঠোর পরিশ্রমের কাজ করাতে ভুড়ি উঠে যাওয়া, এ্যাপেন্ডিসাইটিস হওয়া বা পেট বেড়ে যাওয়া রোগের সৃষ্টি হয়।
- (৭৯) খাওয়ার পর উঁচু আওয়াজে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ঐ সময় বলবেন যখন সবাই খাবার শেষ করে নেয় অন্যথায় আশ্তে বলুন। (রাদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৫৬১ পৃষ্ঠা) খাবার খাওয়ার পর যদি একসাথে দো‘আ পড়ান, তবে ঐ সময় পাঠ করাবেন যখন প্রত্যেক ব্যক্তি খাবার শেষ করে ফেলেছে, না হলে যে খাবার খাচ্ছে সে লজ্জা পাবে।

কারো গাছের ফল খাওয়া কেমন?

- (৮০) কোন বাগানে গেলেন সেখানে ফল পড়ে আছে, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বাগানের মালিকের অনুমতি পাওয়া যাবে না ততক্ষণ ফল খেতে পারবেন না। আর অনুমতি দু’ধরণের হতে পারে। প্রকাশ্যভাবে অনুমতি যেমন- মালিক বলে দিলেন যে, পড়ে থাকা ফলগুলো খেতে পারবে অথবা দলিলগত অনুমতি অর্থাৎ ঐ স্থানে এমন প্রচলন রয়েছে যে, বাগানের মালিক পড়ে থাকা ফলগুলো খাওয়ার ব্যাপারে মানুষকে নিষেধ করে না। গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে খাওয়ার অনুমতি নেই তবে যখন প্রচুর ফল থাকে, আর জানা থাকে যে, ছিঁড়ে খাওয়াতে মালিক কিছু মনে করবেন না, তখনও ছিঁড়ে খাওয়া যেতে পারে। তবে কোন অবস্থায় এটা অনুমতি নেই যে, সেখান থেকে ফল নিয়ে আসা যাবে। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, কোয়েটা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

এসব অবস্থায় প্রচলন ও অভ্যাসের খেয়াল রাখতে হবে, আর যদি প্রচলন ও অভ্যাস না থাকে অথবা জানা থাকে যে, মালিক কিছু মনে করবে, তাহলে পড়ে থাকা ফলও খাওয়া বৈধ হবে না।

জিজ্ঞাসা না করে খাওয়া কেমন?

- (৮১) বন্ধুর ঘরে গিয়ে কোন কিছু রান্নাকৃত পেয়ে নিজে নিয়ে খেয়ে নিল অথবা তার বাগানে গিয়ে ফল ছিঁড়ে খেয়ে নিল। যদি জানা থাকে যে, সে কিছু মনে করবে না, তবে খাওয়া জায়িয কিন্তু এখানে ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক সময় এমনও হয় যে, ও মনে করল যে, সে কিছু মনে করবে না, অথচ সে কিছু মনে করে বসল। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ২৩৩৯ পৃষ্ঠা)
- (৮২) জবাইকৃত (পশু-পাখির) হারাম ‘মাজ্জা’ খাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং রান্না করার সময় ঘাড়, সীনা, কিংবা পাজরের হাড়যুক্ত মাংস ও মেরুদণ্ডের হাড়ের মাংসকে ভালভাবে দেখে হারাম মাজ্জা আলাদা করে নিন।
- (৮৩) মুরগীর হারাম মাজ্জা চিকন হয়ে থাকে, তাই সেটা বের করতে অসুবিধা হয়, সুতরাং যদি রান্না করতে থেকে যায়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। তবে খাবেন না। অনুরূপভাবে মুরগীর ঘাড়ের পাট্টা ও কালো রেখা বিশিষ্ট রক্তের রগও খাবেন না।
- (৮৪) জবাইকৃত জন্তুর “গোটা” খাওয়া মাকরুহে তাহরিমী। সুতরাং রান্না করার পূর্বেই তা ফেলে দিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারনী)

মুরগীর হৃৎপিণ্ড

(৮৫) মুরগীর হৃৎপিণ্ড ফেলে দেয়াটা উচিত নয়। এটাকে লম্বার মধ্যে কেটে বা যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবে কেটে তা থেকে রক্ত ভালভাবে পরিস্কার করার পর রান্না করুন।

রান্নাকৃত রক্তের রগগুলো খাবেন না

(৮৬) জবাইকৃত জন্তুর মাংসের ভিতর যে রক্ত থেকে যায় তা পবিত্র কিন্তু ঐ রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং মাংসে ঐ অংশ যেটাতে মাংসের ঐ অংশ যেখানে রক্ত থেকে যায়, ঐগুলো ভালভাবে দেখে নিন। যেমন- মুরগীর ঘাড়, ডানা ও পা ইত্যাদির ভিতর থেকে কালো রেখাগুলো বের করে নিন কারণ এগুলো রক্তের রগ। রক্ত রান্না হওয়ার পর কালো হয়ে যায়।

“বিসমিল্লাহ করো” বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

(৮৭) একজন খাবার খাচ্ছে আর অন্য জন এলো, তখন প্রথম জন তাকে বলল: ‘এসো খাবার খাও’ অপর জন বলল: ‘বিসমিল্লাহ করো!’ এরকম বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় দো‘আ মূলক শব্দ বলা উচিত। যেমন বলুন: আল্লাহ তা‘আলা বরকত দিন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী)

পঁচে যাওয়া মাংস খাওয়া হারাম

(৮৮) মাংস পঁচে গেলে তা খাওয়া হারাম। অনুরূপভাবে যেসব খাবার খারাপ হয়ে যায় তাও খাওয়া উচিত নয়। খারাপ হওয়ার লক্ষণ হলো এই যে, তাতে গাদ (সাদা আবরণ) দুর্গন্ধ বা টক গন্ধ সৃষ্টি হওয়া, যদি ঝোল থাকে তবে তাতে ফেনা এসে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ডাল, খিচুড়ী ও টক মিশ্রিত তরকারী তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

সম্পূর্ণ কাঁচা মরিচ

(৮৯) খাবারের মধ্যে রান্নাকৃত সম্পূর্ণ কাঁচা বা লাল মরিচ খাওয়ার সময় ফেলে দেয়ার পরিবর্তে সম্ভব হলে পূর্বেই খুঁজে নিয়ে আলাদা করে নিন এবং পিষে পুনরায় কাজে লাগান। এভাবে রান্নাকৃত গরম মসলাও যদি ব্যবহার উপযোগী থাকে তবে নষ্ট করবেন না।

অতিরিক্ত রুটিগুলো কি করবেন?

(৯০) অতিরিক্ত রুটি ও ঝোল ইত্যাদি ফেলে দেয়া অপচয়। মুরগী, ছাগল বা গরু ইত্যাদিকে খাওয়াবেন। কয়েক দিনের থেকে যাওয়া রুটিগুলো টুকরো করে ঝোল দিয়ে রান্না করে নিন
 إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ উৎকৃষ্ট খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবে।

কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছ খাওয়া কেমন?

(৯১) মাছ ছাড়া সমুদ্রের সকল প্রাণী খাওয়া হারাম। যে মাছ শিকার করা ছাড়া নিজেই মরে পানিতে ভেসে উঠে তাও হারাম। কাঁকড়া খাওয়াও হারাম। চিংড়ি মাছের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। খাওয়া জায়গি তবে না খাওয়া উত্তম।

(৯২) ফড়িং মরে গেলেও তা খাওয়া হালাল। ফড়িং ও মাছ দু'টোই জবাই করা ছাড়াও হালাল।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ لَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সুন্নাতের বাহার

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্কে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** এর বরকতে দৈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net